আর·ডি·বনশল প্রযোজিত

কাঁচ কাটা হীরে

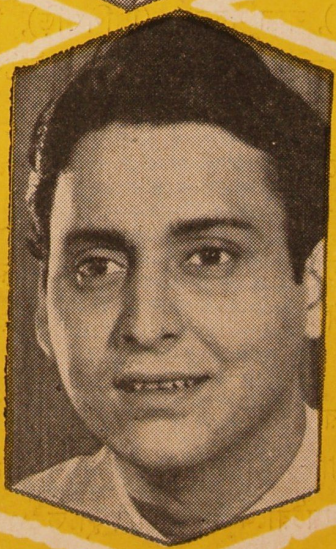

পরিচালনা

অজয় কর

আর. ডি. বনশল

প্রযোজিত

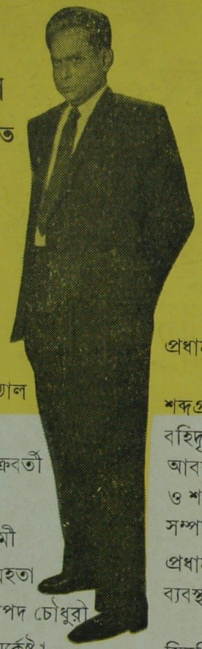

কাঁচ কাটা হীরে

পরিচালনা

অজয় কর

সর্বাধ্যক্ষ : **বিমল দে**

সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

কাহিনী : প্রবোধ কুমার সান্যাল

চিত্রনাট্য : মৃণাল সেন

আলোকচিত্রগ্রহণ : বিশু চক্রবর্তী

শিল্পনির্দেশ : কার্তিক বসু

রূপসজ্জা : প্রাণানন্দ গোস্বামী

চিত্রপরিস্ফুটন : আর. বি. মেহতা

সহযোগী : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী

আবহ সংগীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা

প্রধান সহকারী পরিচালক : হীরেন নাগ

শব্দগ্রহণ : অতুল চ্যাটার্জী

বহির্দৃশ্যে : অনিল তালুকদার

আবহ সঙ্গীত ও শব্দপুনর্যোজন : শ্যামসুন্দর ঘোষ

সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী

প্রধান কর্মসচিব : ক্ষিতীশ আচার্য

ব্যবস্থাপনা : সুদীপ মজুমদার, বাসু ব্যানার্জী

স্থিরচিত্র : পিকস্ ষ্টুডিও

প্রচার সচিব : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

অমৃত বাজার পত্রিকা, যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রেস ক্লাব, রায়জাদা মনমোহন লাল (দিল্লী), সমর সরকার (শিলিগুড়ি), ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন, কন্ট্রোলার—দমদম এরোড্রাম, ইউনাইটেড্ কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ, ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লইজ এসোসিয়েশন, বিড়লা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ, ইণ্ডিয়া লিনোলিয়াম লিঃ, বিড়লা ষ্ট্যাপল্ ফাইবার স্পিনিং, ফিনিক্স এ্যাসিওরেন্স কোং লিঃ, মিনিষ্ট্রি অফ্ ওয়ার্কস এণ্ড হাউসিং (নিউদিল্লী), পূর্তবিভাগ—পশ্চিমবঙ্গ সরকার, চ্যাটার্জী এণ্ড পোক, রেমিংটন র‍্যাণ্ড, রয়েল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব, নর্দান রেলওয়ে, নিউ গ্লেনকো টি কোং (মালবাজার), কল্যানী ষ্টোর্স (মালবাজার), বি. এস. সিণ্ডিকেট, যাদুকর এ. সি. সরকার, জে. এন. ভান, শঙ্কর ঘোষ, অনিন্দ্য মুখার্জী শিবপ্রসাদ রক্ষিত।

ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে আর. সি. এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত। ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে চিত্র পরিস্ফুটিত ও ওয়েষ্ট্রেক্স শব্দযন্ত্রে সংগীতাংশ গৃহীত ও শব্দপুনর্যোজিত।

বিশ্ব পরিবেশনা : **আর ডি. বি. এণ্ড কোং**

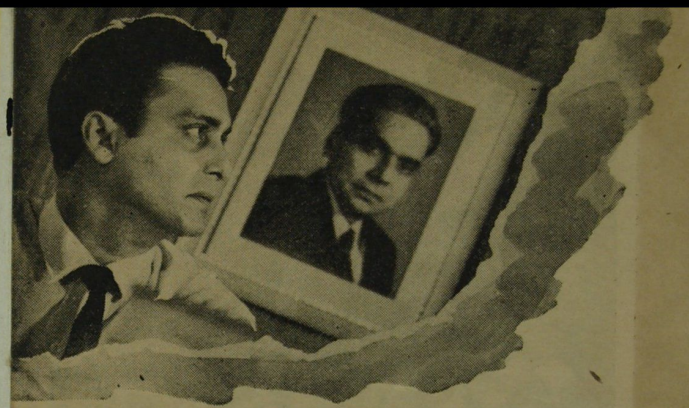

সুব্রত

দমদম বিমান বন্দর অসংখ্য মানুষের চাঞ্চল্যে মুখর হয়ে উঠেছে! বিদেশের শিক্ষা শেষ করে সুব্রত ঘরে ফিরছে। শিল্পপতি অম্বিকা গুপ্তর একমাত্র পুত্র সুব্রত। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে বিমান বন্দরে সমবেত হয়েছেন গুপ্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মীবৃন্দ। হাতে পুষ্পমাল্য ও দৃষ্টিতে গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে অপেক্ষা করছেন বিভাগীয় কর্মকর্তারা। সস্ত্রীক গুপ্ত সাহেবও এসেছেন—সঙ্গে রয়েছে সুব্রতর জ্ঞাতি বোন অতি আধুনিকা মনিলা।

বিমান থেকে বেরিয়ে আসে সুদর্শন যুবক। চোখে মুখে দীপ্তির আভা। চারিদিক থেকে ফ্লাস বাল্‌ব্ জ্বলে ওঠে—বর্ষিত হয় পুষ্পবৃষ্টি! নির্বিকার সুব্রত শিশুর মত ছুটে যায় স্নেহময়ী জননীর বাহু বন্ধনে।

প্রখ্যাত শিল্পপতি অম্বিকা গুপ্ত। তীক্ষ্ণধী ও কর্মঠ পুরুষ। গত মহাযুদ্ধের সুযোগে তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন—গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান। চারিদিকে অর্থের প্রাচুর্য,—বিলাস ব্যসনের সমারোহ। বিদেশ ভ্রমণ না করেও তিনি পরিপূর্ণভাবে সাহেবী কায়দায় চলেন। পাশ্চাত্যের রীতিনীতি—নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি তিনি পুরোমাত্রায় শ্রদ্ধাশীল। গুপ্ত সাহেব আশা করেন, পুত্র সুব্রতও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তাই খাবার টেবিলে বসে প্রস্তাব করেন যে এখন থেকে সুব্রত ধীরে ধীরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে এসে সব কিছু শিখে নেবে।

কিন্তু সুব্রত যেন অন্য ধাতুতে গড়া। ডিনার টেবিলের বিদেশী খাবার ছেড়ে আসন পেতে ফুলকো লুচি ও বেগুন ভাজা খেতে সে বেশী আনন্দ পায়। সাহেবী পোষাকের চেয়ে ধুতী পাঞ্জাবী পরতে তার বেশী ভাল

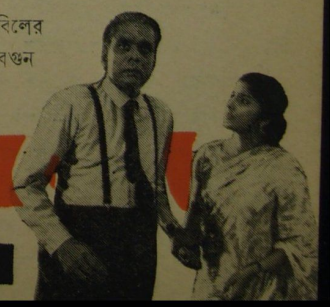

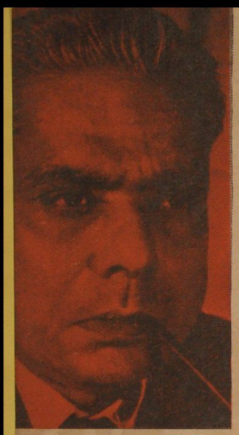

লাগে। উগ্র আধুনিকা বোন মনিলার বান্ধবীদের এড়িয়ে সে ছুটে যায় শচীনের বাড়ীতে। শচীন তার বাল্যবন্ধু। এদের শৈশবের অন্যতম ক্রীড়াসঙ্গী ছিল শচীনের সহোদরা উমা। সেদিনের হাসি-আনন্দ, মধুর মান-অভিমান সুব্রত আজও ভুলতে পারেনি। অথচ উমা এখন বিদুষী তরুণী,—অফিসে চাকুরী করে। শচীন ও উমার মাঝে সুব্রত আবিস্কার করে 'খেটে খাওয়া' মধ্যবিত্ত মানুষের বাস্তব প্রতিমূর্তি।

সুব্রত ও উমা—উভয়েই ফেলে এসেছে শৈশবের ক্রীড়া-চাপল্য,—কৈশোরের মান অভিমান। কিন্তু তাদের মধুর সম্পর্ক আজ নানা রঙে সঞ্জীবিত হয়ে পরস্পরের মনে দোলা দেয়। অথচ এদের মাঝে এক অদৃশ্য ব্যবধান,—দুর্লঙ্ঘ্য পাষাণ প্রাচীর। একজন ধনীর দুলাল আর অন্যজন মধ্যবিত্ত সংসারের নানা সমস্যায় জর্জরিতা। উমা সুব্রতকে বলে,—তাদের ভালবাসা কখনও সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। বিত্তশালী শিল্পপতি গুপ্ত সাহেবের প্রাসাদে উমা সম্পূর্ণ অনুপযুক্তা। কিন্তু সুব্রতর জীবনাদর্শ ভিন্নরূপ। মানুষের মাঝে মানুষের ব্যবধান সে স্বীকার করেনা। চারিদিকের সমাজ জীবনে এসেছে নব জাগরণ—দিক চক্রবালে নূতন সূর্যের অভ্যুত্থান হচ্ছে। নতুন সমাজ গড়ে উঠবে নতুন আশার আলোক নিয়ে।

গুপ্ত এন্টারপ্রাইজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সুব্রত নিয়মিত যাতায়াত আরম্ভ করে। অফিসের কর্মীবৃন্দ অবাক বিস্ময়ে আলোচনা করে সুব্রতর গতিবিধি নিয়ে। তার মধুর ব্যবহার—বলিষ্ঠ মতবাদ প্রতিটি কর্মীকেই আকৃষ্ট করে। অফিসের কাগজপত্রের মাঝে সুব্রত আবিস্কার করে দুর্নীতির ষড়যন্ত্র,—ন্যায় ও সততার নামে স্বেচ্ছাচারী ব্যবসায়ীর অপকৌশল। তার আদর্শবাদী মন বিদ্রোহ করে। অফিসের আভ্যন্তরীণ কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা তাকে ব্যথিত করে। অযথা কর্মীদের মাঝে প্রভু ভৃত্যের ব্যবধান রচনা করা হয়েছে। এ অন্যায়,—এ অসহ্য।

নিজের বাড়ীতেও সুব্রতর যেন নিঃসঙ্গ মনে হয়। পিতার অযৌক্তিক নির্দেশগুলি তার পক্ষে পীড়াদায়ক—পারিপার্শ্বিক সমাজ জীবনও তার আদর্শের পরিপন্থী। মানসিক অস্বস্তি সুব্রতকে দিশেহারা করে দেয়। তাই বন্ধু শচীনের কাছে মাঝে মাঝে ছুটে আসে—তার মন চায় উমার শান্ত সাহচর্য। কিন্তু মনে পড়ে যায় উমার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, "……এ তোমার বিলাস।"

সুব্রত পিতার কাছে প্রতিবাদ জানায়। গুপ্ত সাহেব স্তম্ভিত। উত্তেজিত ভাবে বলে ওঠেন, "আমি আমার কাজের কোন সমালোচনা শুনতে চাইনা। আমি যা বলব, তাই তোমাকে মানতে হবে।" সুব্রত দীপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয়,—"মালিককে খুশী করে চাকরী রাখা,—আমি পারবোনা।" গুপ্ত সাহেব বুঝি উন্মাদ হয়ে যান। পিতাপুত্রের মাঝে নেমে আসে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। ঘর ছেড়ে সুব্রত বেরিয়ে যায় অনির্দিষ্ট পথে।

* * * দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। প্রলয়ের সংকেত-ধ্বনি শুনতে পায় অম্বিকা গুপ্ত। ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা বুঝি আসন্ন। গুপ্ত কনষ্ট্রাকশন নির্মিত একটি বিরাট সেতুতে ভাঙন দেখা দেয়। সন্দেহ করা হয় যে চুক্তি মত মালপত্র সংগ্রহ করা হয়নি। সরকারী মহলে দেখা দেয় চাঞ্চল্য। কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয় এক অনুসন্ধান কমিশন নিযুক্ত করেন এবং তার নেতৃত্ব পদে নির্বাচিত হন সরকারী ইঞ্জিনিয়র সুব্রত গুপ্ত।

* * * সেতু ধ্বংস করতে হবে,—লক্ষ লক্ষ মানুষের অকল্যান রোধ হবে। পরিপূর্ণ স্তব্ধতার পূর্বে আগ্নেয়গিরি বুঝি মহাপ্রলয়ের সূচনা করে……!

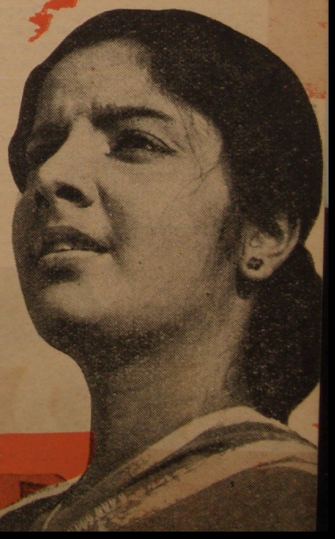

R. D. BANSAL *Presents*

'KANCH KATA HEEREY'

Direction : **AJOY KAR**

Mr. Ambika Gupta—a self made man was hundred percent European in habits without going anywhere outside India. He took the opportunity of last great war to become rich and ultimately became an Industrial magnet controlling various Industries. He had every expectation that his only son Subrata who recently returned from his educational world tour would wear his robe to inflate his immense fortune and suggested in the dinner table that Subrata should gradually come in contact with different business organisations, Mr. Gupta wanted his son to obey him blindly.

Sachin and Subrata were friends and class-mates from early boy-hood. Uma, the only younger sister of Sachin was also their companion. Uma now grown up, self composed and is in service. Mr. Gupta did not like that Subrata should move carelessly and specially in native style. Manila, cousin-sister of Subrata was an ultra-modern girl. She used to taunt Subrata for his liking towards Indian food and dress.

The intimacy which grew in the young minds of Subrata and Uma was yet there but an invisible wall had risen between their mind for their so much difference in social behaviour and economic status. Uma with her mature thinking tried to convince Subrata that their love should not induce to go into social bondage because she would be quite misfit in Mr. Gupta's European house stored with immense wealth. Subrata's philosophy of life moved in other direction. He hold the opinion that difference between man and man would gradually disappear as the society was moving towards economic revolution.

Mr. Gupta introduced his son to his different business organisations. Subrata did not like the rules of General discipline and individual behavicur. which according to his estimation was only putting a wall between the employer and the employees.

In the home and social life Subrata was not happy. He had to face problems with his father—his office—Manila and Uma. While going through office records he found that his father was not following the honest policy in handling the business organisations. In Subrata's opinion it was criminal to indulge in corruption in matters of public works. He discovered gross irregularities in his office which was responsible for construction of National Highways and Bridges. He protested and ordered some changes in the system of business. Mr. Gupta became furious and warned Subrata not to interfere in his policy and to disintregate his business.

Final break came between the father and son. Subrata left home. He secured a job as an officer-Engineer under Govt. of India at New Delhi and was deputed to conduct an enquiry in the matter in which a National Highway Bridge constructed by Messrs. Gupta Enterprises was involved.

Being puzzled at this irony of fate, Uma rushed to Mr. Gupta and related everything. She wanted to save the situation and accompanied Mr. Gupta at the place of enquiry. Father and son met at the construction site.....A volcano errupted for a deep silence..... !

রূপায়ণে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	লিলি চক্রবর্তী
বিকাশ রায়	ছায়া দেবী
শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়	সবিতা চট্টোপাধ্যায়
সবিতাব্রত দত্ত	অপর্ণা দেবী
শৈলেন মুখোপাধ্যায়	সুতপা মজুমদার
জহর রায়	রমা গুহ

অনিন্দ্য ঘোষ, অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য, প্রণব রায়, স্বদেশ সরকার, ক্ষিতীশ আচার্য তিনু ঘোষ, ডাঃ লালমোহন মুখোপাধ্যায়, শিবু দত্ত, পি. এন. কুমার, মেজর কোহলী, সত্য ব্যানার্জী, গুরুপদ মুখার্জী, পরিতোষ ব্যানার্জী, সুভাষ মুখার্জী প্রফুল্ল দত্তগুপ্ত, শৈলেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

—সহকারী বৃন্দ—

পরিচালনায় : নরেশ রায়, স্বদেশ সরকার

চিত্রগ্রহণে : কে. এ. রেজা, নির্মল মল্লিক, শান্তি গুহ

শব্দগ্রহণ : রথীন ঘোষ, বীরেন নস্কর

সম্পাদনা : রবীন সেন

পটশিল্প : নবকুমার, বলরাম

ব্যবস্থাপনা : অরুণ দাস

আবহ সংগীতগ্রহণ ও
শব্দ পুনর্যোজন : জ্যোতি চ্যাটার্জী,
গোপাল, এডেল ও ভোলানাথ সরকার

সংগীতে : সমরেশ রায়

শিল্পনির্দেশনায় : সূর্য চ্যাটার্জী

চিত্র পরিস্ফুটন : অবনী মজুমদার, মোহন চ্যাটার্জী

রূপসজ্জা : পরেশ দাস

সাজসজ্জা : বরেন দাস

আলোক সম্পাত : শম্ভু ব্যানার্জী, নিতাই শীল, হরিপদ হাইত, জগু সিং, শৈলেন দত্ত

আর. ডি. বনশল প্রযোজিত

উত্তমকুমার অভিনীত

সত্যজিৎ রায়ের

নায়ক

*

'আর. ডি. বি'র প্রচার ও জন-সংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।
ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।